ভোরের কাগজ

৪।১২।২০০৩

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ভারতে শিক্ষা-ব্যবস্থার 'বিজেপিকরণের' উদ্যোগ

বাদ সেধেছেন ৫ মুখ্যমন্ত্রী ও ১২ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা

ভারতের ক্ষমতাসীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের (এনডিএ) দুইজন সদস্যসহ ৫জন মুখ্যমন্ত্রী ও ১২টি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা গত রোববার নয়াদিল্লিতে এক বৈঠকে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজেপির নীতিগত আদর্শ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এই বৈঠক বসে। মন্ত্রীরা এই উদ্যোগকে 'শিক্ষার বিজেপিকরণ'' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। বাসস।

বৈঠকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়াও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মাণিক সরকার ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ই কে মাওলং উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত মন্ত্রীদের মধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের জম্মু কাশ্মিরের শিক্ষামন্ত্রী ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী অনেকটা আকস্মিকভাবে সরকারি এই উদ্যোগকে শিক্ষা ব্যবস্থার বিজেপিকরণ হিসেবে আখ্যা দেন।

বৈঠকের সিদ্ধান্তে বলা হয়, সংবিধান অনুযায়ী ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশের শিক্ষানীতি স্থির করা উচিত। তারা আরো বলেন, এ বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে নেওয়া উচিত।

বৈঠকে শিক্ষাবিদ ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে কেন্দ্রের এই গোপন চেষ্টা প্রতিহত করার আহ্বান জানান হয়। বৈঠকে আরো বলা হয় প্রস্তাবিত উদ্যোগে জাতীয় ঐক্য প্রতিফলিত হয়নি এবং সেই উদ্যোগ শিক্ষার আদর্শকে খাটো করে ফেলেছে।

বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রীরা বলেন, শিক্ষা জাতীয় ঐক্যের একটা বিষয়। শিক্ষা ব্যবস্থা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আদর্শ প্রচারের জায়গা নয় বলে তারা মন্তব্য করেন।

বৈঠকে দাবি করা হয়, শিক্ষাক্রমে বৈদেশিক জ্যোতির্বিদ্যা ও আচারের মতো নতুন অনুষদ তৈরি করার সব রকম সিদ্ধান্ত, আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি কেন্দ্রীয় সরকারের স্থগিত করা উচিত। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের উপদেষ্টা পরিষদ পুনর্গঠন করা উচিত বলে তারা দাবি করেন। তারা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজেপি আদর্শ যোগ করার উদ্যোগটি পার্লামেন্টে অনুমোদিত হওয়ার আগে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠকে অনুমোদিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের শীলা দিক্ষিত অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকার গোপনে নির্দিষ্ট একটি ধর্মীয় আদর্শের প্রতি পক্ষপাত করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিজেপিকরণ করতে চাইছে।